ছাত্রলীগের সাবেক বর্তমানরা আবার বুয়েটে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
১৬ আগস্ট ২০২২ ১২:০০ এএম | আপডেট: ১৬ আগস্ট ২০২২
০১:১৮ এএম

30
Shares

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট)। পুরোনো ছবি

advertisement

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মীর হামলায় প্রাণ হারান আবরার ফাহাদ। এরপর শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে বুয়েটে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকা- নিষিদ্ধ করা হয়। সেই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে কোনো ছাত্র সংগঠনের তৎপরতা নেই। কিন্তু জাতীয় শোক দিবসকে সামনে রেখে গত শনিবার বুয়েটের সেমিনার অডিটোরিয়ামে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ‘বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বুয়েটের সাবেক নেতৃবৃন্দ’ ব্যানারে। এ খবরে বুয়েটের কয়েকশ শিক্ষার্থী মিলনায়তনের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করলে তড়িঘড়ি করে কর্মসূচি শেষ করে ক্যাম্পাস ছাড়েন ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা।

ওই ঘটনা নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনার মধ্যেই গতকাল সোমবার বুয়েটে জড়ো হয়েছিলেন ছাত্রলীগের সাবেক ও বর্তমান নেতাকর্মীরা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এদিন বুয়েটের শহীদ মিনারের পাশে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা 'শিবিরের আস্তানা, এই বুয়েটে হবে না', 'শিবিরের বিরুদ্ধে, লড়াই হবে একসাথে' ইত্যাদি সেøাগান দেন। তবে এদিন ছাত্রলীগের এই কর্মসূচি নিয়ে কোনো প্রতিবাদ কিংবা প্রতিক্রিয়া বুয়েট শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে আসেনি।

advertisement

বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি হাবিব আহমেদ মুরাদ বলেন, জামায়াত-শিবির ও মৌলবাদী গোষ্ঠী এখানে আস্তানা গড়ে তুলেছে। আমরা থাকতে এই আস্তানা ফুলে-ফলে গড়ে উঠতে দেব না। গত ১৩ তারিখ আমাদের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা খুবই হতাশাজনক। তারা কখনো সাধারণ শিক্ষার্থী নয়। তারা সাধারণ শিক্ষার্থী সেজে বুয়েটকে ধ্বংসের দিকে ঠেল দিতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে মৌলবাদী গোষ্ঠীর কর্ম নিয়ে সচেতন হয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

বুয়েট ছাত্রলীগের সাবেক আরেক সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, আমরা বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থী একই সঙ্গে ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী। যার জন্ম না হলে এই দেশ আমরা পেতাম না তার শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে আমাদের যে কোনো ধরনের প্রোগ্রাম যে কোনো জায়গায় করার অধিকার আছে। কেউ যদি বাধা দেয় তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে, তারা জামায়াত-শিবির ছাড়া কেউ নয়। যারা বাংলাদেশ চায় না, এই দেশকে পাকিস্তান বানাতে চায় তারাই বাংলাদেশকে অস্বীকার করে, জাতির পিতাকে অস্বীকার করে। আমরা যখন প্রোগ্রাম করি তখন কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভুল বুঝিয়ে মাঠে নামানো হয়।